মাধ্যমিক · নবম-দশম শ্রেণি · শিক্ষাবর্ষ ২০২৬

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি

অনুশীলনীর সমাধান ও ব্যাখ্যা

পরিচ্ছেদ ১ – ৪৩ (মূল বইয়ের পিডিএফ পৃষ্ঠা ১ – ১৩০)
মোট ৪৩টি অনুশীলনী · ৩১২টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
সকল বিকল্পসহ সঠিক উত্তর এবং বইয়ের পাঠ অনুযায়ী ব্যাখ্যা

ব্যবহারবিধি

প্রতিটি পরিচ্ছেদের শেষে থাকা 'অনুশীলনী'-র সব প্রশ্ন এখানে মূল বইয়ের ক্রম অনুযায়ী দেওয়া হলো। প্রতিটি প্রশ্নের চারটি বিকল্পই রাখা হয়েছে; সঠিক বিকল্পটি সবুজ রঙে ও টিক চিহ্ন (✔) দিয়ে চিহ্নিত। এর নিচে সঠিক উত্তর এবং বইয়ের সংশ্লিষ্ট পরিচ্ছেদের পাঠ অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেওয়া আছে।

যেখানে মূল বইয়ের প্রশ্নে মুদ্রণগত অসংগতি আছে (যেমন বিকল্পের ক্রম, একই বিকল্প দুবার, বা বাদ পড়া প্রশ্ন-নম্বর), সেখানে ব্যাখ্যায় তা উল্লেখ করা হয়েছে।

সূচিপত্র

পরিচ্ছেদ ১	ভাষা ও বাংলা ভাষা	১০টি
পরিচ্ছেদ ২	বাংলা ব্যাকরণ	১০টি
পরিচ্ছেদ ৩	বাংলা ভাষার রীতি ও বিভাজন	৫টি
পরিচ্ছেদ ৪	বাগ্‌যন্ত্র	৬টি
পরিচ্ছেদ ৫	ধ্বনি ও বর্ণ	১০টি
পরিচ্ছেদ ৬	স্বরধ্বনি	৮টি
পরিচ্ছেদ ৭	ব্যঞ্জনধ্বনি	১০টি
পরিচ্ছেদ ৮	বর্ণের উচ্চারণ	৬টি
পরিচ্ছেদ ৯	শব্দ ও পদের গঠন	১০টি
পরিচ্ছেদ ১০	উপসর্গ দিয়ে শব্দ গঠন	৫টি
পরিচ্ছেদ ১১	প্রত্যয় দিয়ে শব্দ গঠন	৭টি
পরিচ্ছেদ ১২	সমাস প্রক্রিয়ায় শব্দ গঠন	১৫টি
পরিচ্ছেদ ১৩	সন্ধি	১০টি
পরিচ্ছেদ ১৪	শব্দদ্বিত্ব	৭টি
পরিচ্ছেদ ১৫	নরবাচক ও নারীবাচক শব্দ	৮টি
পরিচ্ছেদ ১৬	সংখ্যাবাচক শব্দ	৭টি
পরিচ্ছেদ ১৭	শব্দের শ্রেণিবিভাগ	৬টি
পরিচ্ছেদ ১৮	বিশেষ্য	৭টি
পরিচ্ছেদ ১৯	সর্বনাম	৭টি
পরিচ্ছেদ ২০	বিশেষণ	৬টি
পরিচ্ছেদ ২১	ক্রিয়া	১০টি
পরিচ্ছেদ ২২	ক্রিয়াবিশেষণ	৫টি
পরিচ্ছেদ ২৩	অনুসর্গ	৫টি
পরিচ্ছেদ ২৪	যোজক	৫টি
পরিচ্ছেদ ২৫	আবেগ	৫টি
পরিচ্ছেদ ২৬	নির্দেশক	৫টি
পরিচ্ছেদ ২৭	বচন	৫টি
পরিচ্ছেদ ২৮	বিভক্তি	৭টি
পরিচ্ছেদ ২৯	ক্রিয়াবিভক্তি	৭টি
পরিচ্ছেদ ৩০	ক্রিয়ার কাল	৭টি
পরিচ্ছেদ ৩১	বাক্যের অংশ ও শ্রেণিবিভাগ	৯টি
পরিচ্ছেদ ৩২	বাক্যের বর্গ	৬টি
পরিচ্ছেদ ৩৩	উদ্দেশ্য ও বিধেয়	১০টি
পরিচ্ছেদ ৩৪	সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্য	৯টি
পরিচ্ছেদ ৩৫	কারক	১০টি
পরিচ্ছেদ ৩৬	বাচ্য	৫টি
পরিচ্ছেদ ৩৭	উক্তি	৫টি
পরিচ্ছেদ ৩৮	যতিচিহ্ন	৭টি
পরিচ্ছেদ ৩৯	বাগর্থ	৫টি
পরিচ্ছেদ ৪০	বাগ্‌ধারা	৮টি
পরিচ্ছেদ ৪১	প্রতিশব্দ	৬টি
পরিচ্ছেদ ৪২	বিপরীত শব্দ	৭টি
পরিচ্ছেদ ৪৩	শব্দজোড়	৪টি

Download more PDF from EducativeSite.com

পরিচ্ছেদ ১ ভাষা ও বাংলা ভাষা

মূল বইয়ের পৃষ্ঠা ২ থেকে

অনুশীলনী — সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✔) দাও।

১. বর্ণের সঙ্গে কোন ইন্দ্রিয়ের সরাসরি সম্পর্ক আছে?

ক. চোখ ✔ খ. কান গ. নাক ঘ. জিভ

সঠিক উত্তর: ক. চোখ

ব্যাখ্যা: বর্ণ হলো ধ্বনির লিখিত প্রতীক। বইয়ের ভাষায়, বর্ণ কানে শোনার বিষয়কে চোখে দেখার বিষয়ে পরিণত করে। তাই বর্ণের সঙ্গে চোখের সরাসরি সম্পর্ক।

২. ব্রেইল পদ্ধতি ব্যবহার করে –

ক. শ্রবণ-শক্তিহীনরা
খ. দৃষ্টি-শক্তিহীনরা ✔
গ. মানসিক-শক্তিহীনরা
ঘ. শারীরিক-শক্তিহীনরা

সঠিক উত্তর: খ. দৃষ্টি-শক্তিহীনরা

ব্যাখ্যা: দৃষ্টি-শক্তিহীনদের জন্য ভাষাকে উঁচুনিচু করে তৈরি করে হাত দিয়ে অনুভব করার পদ্ধতিই ব্রেইল পদ্ধতি।

৩. বাংলা ভাষায় কথা বলে প্রায় –

ক. ১৫ কোটি লোক খ. ২০ কোটি লোক গ. ২৫ কোটি লোক **ঘ. ৩০ কোটি লোক ✔**

সঠিক উত্তর: ঘ. ৩০ কোটি লোক

ব্যাখ্যা: বইয়ে বলা হয়েছে, বাংলা ভাষায় কথা বলে প্রায় ত্রিশ কোটি মানুষ — বাংলাদেশে ১৬ কোটি, পশ্চিমবঙ্গে ১০ কোটি, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে প্রায় ৩ কোটি এবং অন্যান্য দেশে প্রায় ১ কোটি।

৪. মাতৃভাষী জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলা পৃথিবীর কততম ভাষা?

ক. ৪র্থ খ. ৫ম **গ. ৬ষ্ঠ ✔** ঘ. ৭ম

সঠিক উত্তর: গ. ৬ষ্ঠ

ব্যাখ্যা: মাতৃভাষী মোট জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাংলা পৃথিবীর ৬ষ্ঠ বৃহত্তম ভাষা।

৫. নিচের কোনটি ভাষা-পরিবারের নাম নয়?

ক. ইন্দো-ইউরোপীয়
খ. আফ্রিকীয়
গ. দ্রাবিড়ীয়
ঘ. ইন্দো-ইরানীয় ✔

সঠিক উত্তর: ঘ. ইন্দো-ইরানীয়

ব্যাখ্যা: ইন্দো-ইরানীয় কোনো স্বতন্ত্র ভাষা-পরিবার নয়; এটি ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারের একটি শাখা। বইয়ে বাংলার বিবর্তনের স্তর দেখানো হয়েছে: ইন্দো-ইউরোপীয় → ইন্দো-ইরানীয় → ভারতীয় আর্য → প্রাকৃত → বাংলা।

৬. ধ্রুপদি ভাষা হিসেবে স্বীকৃত –

ক. সংস্কৃত ও পালি ✔
খ. অহমিয়া ও ওড়িয়া
গ. নেপালি ও সিংহলি
ঘ. হিন্দি ও উর্দু

সঠিক উত্তর: ক. সংস্কৃত ও পালি

ব্যাখ্যা: বইয়ে বলা হয়েছে, ধ্রুপদি ভাষা সংস্কৃত এবং পালির সঙ্গে বাংলা ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। অহমিয়া ও ওড়িয়া হলো বাংলার নিকটতম আত্মীয় ভাষা।

৭. নিচের কোনটি থেকে বাংলা ভাষার জন্ম?

ক. কেন্তুম
খ. সংস্কৃত
গ. পূর্ব ভারতীয় প্রাকৃত ✔
ঘ. দ্রাবিড়ীয়

সঠিক উত্তর: গ. পূর্ব ভারতীয় প্রাকৃত

ব্যাখ্যা: আনুমানিক এক হাজার বছর আগে পূর্ব ভারতীয় প্রাকৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে।

Download more PDF from EducativeSite.com

৮. বাংলা ভাষার প্রাচীন নমুনা পাওয়া যায় –

ক. মহাভারতে | খ. চর্যাপদে ✔
গ. বৈষ্ণব পদাবলিতে | ঘ. মঙ্গলকাব্যে

সঠিক উত্তর: খ. চর্যাপদে

ব্যাখ্যা: বাংলা ভাষার লিখিত রূপের প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাপদ'।

৯. বাংলা ভাষার নিজস্ব লিপি কোনটি?

ক. ব্রাহ্মী | খ. মণিপুরি | গ. বাংলা ✔ | ঘ. কুটিল

সঠিক উত্তর: গ. বাংলা

ব্যাখ্যা: বাংলা ভাষার নিজস্ব লিপির নাম বাংলা লিপি। এটি ব্রাহ্মী লিপির পূর্ব-ভারতীয় শাখা 'কুটিল লিপি'র বিবর্তিত রূপ।

১০. ভারতের কোন প্রদেশের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা বাংলা?

ক. কেরালা | খ. ওড়িশা | গ. ত্রিপুরা ✔ | ঘ. হরিয়ানা

সঠিক উত্তর: গ. ত্রিপুরা

ব্যাখ্যা: ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা প্রদেশের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা বাংলা। বিকল্পগুলোর মধ্যে কেবল ত্রিপুরা আছে।

পরিচ্ছেদ ২ বাংলা ব্যাকরণ

মূল বইয়ের পৃষ্ঠা ৪ থেকে

অনুশীলনী — সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✔) দাও।

১. ভাষার প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে –

ক. বাক্যতত্ত্ব | খ. ব্যাকরণ ✔ | গ. অর্থতত্ত্ব | ঘ. রূপতত্ত্ব

সঠিক উত্তর: খ. ব্যাকরণ

ব্যাখ্যা: ব্যাকরণে ভাষার স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। বাক্যতত্ত্ব, অর্থতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ব্যাকরণেরই এক একটি অংশ।

২. বাংলা ব্যাকরণ প্রথম প্রকাশিত হয় কত খ্রিস্টাব্দে?

ক. ১৫৫৩ | খ. ১৭৪৩ ✔ | গ. ১৭৭৮ | ঘ. ১৯৪৮

সঠিক উত্তর: খ. ১৭৪৩

ব্যাখ্যা: প্রথম বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশিত হয় ১৭৪৩ সালে পর্তুগিজ ভাষায়; লেখক মানোএল দা আসসুম্পসাঁউ।

৩. ইংরেজি ভাষায় লেখা প্রথম বাংলা ব্যাকরণের রচয়িতা কে?

ক. উইলিয়াম কেরি | খ. রামমোহন রায়
গ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী | ঘ. নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড ✔

সঠিক উত্তর: ঘ. নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড

ব্যাখ্যা: ১৭৭৮ সালে নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড ইংরেজি ভাষায় 'A Grammar of the Bengal Language' রচনা করেন। কেরি (১৮০১) ও রামমোহন (১৮২৬) পরে লিখেছেন।

৪. 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'-এর রচয়িতা কে?

ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | খ. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ. উইলিয়াম কেরি | ঘ. রামমোহন রায় ✔

সঠিক উত্তর: ঘ. রামমোহন রায়

ব্যাখ্যা: ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত রামমোহন রায়ের 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ।

Download more PDF from EducativeSite.com

৫. ভাষার ক্ষুদ্রতম উপাদান –

ক. ধ্বনি ✔ খ. অক্ষর গ. শব্দ ঘ. বাক্য

সঠিক উত্তর: ক. ধ্বনি

ব্যাখ্যা: বাক্য গঠিত হয় শব্দ দিয়ে, শব্দ তৈরি হয় ধ্বনি দিয়ে। তাই ভাষার ক্ষুদ্রতম উপাদান ধ্বনি।

৬. 'বাগ্যন্ত্র' ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?

ক. ধ্বনিতত্ত্ব ✔ খ. রূপতত্ত্ব গ. অর্থতত্ত্ব ঘ. বাক্যতত্ত্ব

সঠিক উত্তর: ক. ধ্বনিতত্ত্ব

ব্যাখ্যা: ধ্বনিতত্ত্বের মূল আলোচ্য বাগ্যন্ত্র, বাগ্যন্ত্রের উচ্চারণ-প্রক্রিয়া, ধ্বনির বিন্যাস, স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি।

৭. শব্দের অর্থ ও অর্থবৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করে –

ক. ধ্বনিতত্ত্ব খ. রূপতত্ত্ব **গ. অর্থতত্ত্ব ✔** ঘ. বাক্যতত্ত্ব

সঠিক উত্তর: গ. অর্থতত্ত্ব

ব্যাখ্যা: শব্দ ও বাক্যের অর্থ এবং অর্থের বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করা হয় অর্থতত্ত্বে।

৮. নিচের কোনটি রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়?

ক. শব্দগঠন ✔ খ. প্রতিশব্দ গ. অক্ষর ঘ. কারক

সঠিক উত্তর: ক. শব্দগঠন

ব্যাখ্যা: রূপতত্ত্বে শব্দ ও তার উপাদান নিয়ে আলোচনা হয়; এতে বিশেষ গুরুত্ব পায় শব্দগঠন প্রক্রিয়া। কারক বাক্যতত্ত্বের এবং প্রতিশব্দ অর্থতত্ত্বের বিষয়।

৯. বাচ্য ও উক্তি ব্যাকরণের কোন শাখায় আলোচিত হয়?

ক. অর্থতত্ত্ব খ. রূপতত্ত্ব গ. ধ্বনিতত্ত্ব **ঘ. বাক্যতত্ত্ব ✔**

সঠিক উত্তর: ঘ. বাক্যতত্ত্ব

ব্যাখ্যা: বাক্যের রূপান্তর, বাচ্য, উক্তি, কারক, যতিচিহ্ন প্রভৃতি বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

১০. শব্দগঠন নিয়ে আলোচনা করা হয় –

ক. ধ্বনিতত্ত্বে **খ. রূপতত্ত্বে ✔** গ. অর্থতত্ত্বে ঘ. বাক্যতত্ত্বে

সঠিক উত্তর: খ. রূপতত্ত্বে

ব্যাখ্যা: রূপতত্ত্বে শব্দ ও তার উপাদান নিয়ে আলোচনা হয় এবং শব্দগঠন প্রক্রিয়া বিশেষ গুরুত্ব পায়।

পরিচ্ছেদ ৩ বাংলা ভাষার রীতি ও বিভাজন

মূল বইয়ের পৃষ্ঠা ৮ থেকে

অনুশীলনী — সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✔) দাও।

১. বর্তমানে লেখ্য ভাষার আদর্শ রীতিকে বলে –

ক. সাধু রীতি খ. লেখ্য রীতি গ. আঞ্চলিক রীতি **ঘ. প্রমিত রীতি ✔**

সঠিক উত্তর: ঘ. প্রমিত রীতি

ব্যাখ্যা: প্রমিত রীতি হলো ভাষার আনুষ্ঠানিক ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত মান্য রীতি (মান রীতি)। বর্তমানে দাপ্তরিক কাজ, বিদ্যাচর্চা, সাংবাদিকতায় এটিই লেখ্য বাংলার প্রধান রীতি।

২. বাংলা ভাষায় সাধু গদ্য রীতির সূচনা হয় –

ক. প্রাচীন যুগে খ. মধ্যযুগে

গ. উনিশ শতকের শুরুতে ✔ ঘ. বিশ শতকের শুরুতে

সঠিক উত্তর: গ. উনিশ শতকের শুরুতে

ব্যাখ্যা: উনিশ শতকের শুরুর দিকে সাধু রীতির বিকাশ ঘটে এবং প্রায় দেড় শতাব্দী ধরে এটি লেখ্য বাংলার প্রধান রীতি ছিল।

Download more PDF from EducativeSite.com

৩. নিচের কোনটি সাধু রীতির ক্রিয়াপদ?

ক. করিল ✔ খ. করেছে গ. করত ঘ. করলাম

সঠিক উত্তর: ক. করিল

ব্যাখ্যা: সাধু রীতিতে ক্রিয়ারূপ দীর্ঘতর: করিতেছে, করিয়াছে, করিল ইত্যাদি। করেছে, করত, করলাম প্রমিত রীতির রূপ।

৪. সাধু রীতির বৈশিষ্ট্য কোনটি?

ক. ক্রিয়ারূপ দীর্ঘ ✔ খ. বিশেষ্যের আধিক্য

গ. অনুসর্গ হ্রস্বতর ঘ. সর্বনাম হ্রস্বতর

সঠিক উত্তর: ক. ক্রিয়ারূপ দীর্ঘ

ব্যাখ্যা: সাধু রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য — ক্রিয়ারূপ দীর্ঘতর, সর্বনামে 'হ' যুক্ত থাকে (তাহারা, যাহা) এবং তৎসম শব্দের প্রাধান্য। হ্রস্বতর অনুসর্গ ও সর্বনাম প্রমিত রীতির বৈশিষ্ট্য।

৫. বাংলাদেশের রংপুর অঞ্চলে কোন উপভাষার ব্যবহার পাওয়া যায়?

ক. বরেন্দ্রি খ. রাঢ়ি **গ. কামরূপি ✔** ঘ. পূর্বি

সঠিক উত্তর: গ. কামরূপি

ব্যাখ্যা: বই অনুযায়ী কামরূপি উপভাষা ব্যবহৃত হয় বিহারের পূর্ব অঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গের উত্তর অঞ্চল এবং বাংলাদেশের রংপুর অঞ্চলে।

পরিচ্ছেদ ৪ বাগ্যন্ত্র

মূল বইয়ের পৃষ্ঠা ১১ থেকে

অনুশীলনী — সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (✔) দাও।

১. কোনটি বাগ্যন্ত্র?

ক. পাকস্থলী **খ. ফুসফুস ✔** গ. পিত্তকোষ ঘ. যকৃৎ

সঠিক উত্তর: খ. ফুসফুস

ব্যাখ্যা: ফুসফুস থেকে ঠোঁট পর্যন্ত ধ্বনি উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রতিটি প্রত্যঙ্গই বাগ্যন্ত্র। ফুসফুস ধ্বনি সৃষ্টিকারী বায়ুপ্রবাহের উৎস।

২. ফুসফুস থেকে তৈরি বাতাস কীসের মাধ্যমে বের হয়?

ক. নাসারন্ধ্র খ. মুখবিবর গ. তালু **ঘ. ক ও খ উভয়ই ✔**

সঠিক উত্তর: ঘ. ক ও খ উভয়ই

ব্যাখ্যা: শ্বাস ত্যাগের মাধ্যমে ফুসফুস থেকে বাতাস শ্বাসনালি হয়ে মুখবিবর ও নাসারন্ধ্র দিয়ে বের হয়ে আসে। তাই দুটিই সঠিক।

৩. বাক্‌প্রত্যঙ্গের সবচেয়ে বাইরের অংশের নাম –

ক. তালু খ. মূর্ধা গ. দন্ত **ঘ. ওষ্ঠ ✔**

সঠিক উত্তর: ঘ. ওষ্ঠ

ব্যাখ্যা: বাক্‌প্রত্যঙ্গের সবচেয়ে বাইরের অংশের নাম ওষ্ঠ বা ঠোঁট।

৪. বাগ্যন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে সচল ও সক্রিয় প্রত্যঙ্গ কোনটি?

ক. দাঁত খ. মূর্ধা গ. দন্তমূল **ঘ. জিভ ✔**

সঠিক উত্তর: ঘ. জিভ

ব্যাখ্যা: বইয়ে স্পষ্ট বলা হয়েছে, বাগ্যন্ত্রের মধ্যে জিভ সবচেয়ে সচল ও সক্রিয় প্রত্যঙ্গ।

৫. মুখ-গহ্বরের কোন অংশে তালুর অবস্থান?

ক. সামনে খ. পিছনে **গ. উপরে ✔** ঘ. নিচে

সঠিক উত্তর: গ. উপরে

ব্যাখ্যা: মুখবিবরের ছাদকে বলা হয় তালু; অর্থাৎ তালু মুখগহ্বরের উপরের অংশে থাকে।

Download more PDF from EducativeSite.com